R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—৩

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোনঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই জৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২০শে মে, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্যঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের পূর্বে সংঘর্ষ—শক্তিশালী বোমায় পাকা বাড়ী ছত্রখান

জঙ্গীপুরঃ গত ১৯মে দুপুর ১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজীপাড়া ভৈরবটোলায় উস্তর সেখের বাড়ীতে কিছু দুষ্কৃতী শক্তিশালী বোমা ফাটালে পাকা বাড়ী খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। বাড়ী ছাদ কেবলমাত্র দেওয়ালের উপর চাপানো অবস্থায় থাকে। দরজা, জানলা এমন কি লোহার গ্রীল গেট আলাদা হয়ে গেছে। বাড়ীর ভিতরে থাকা আহত পাঁচজনের মধ্যে মামনি খাতুন (৭) ও বুলটি খাতুন (৯) এর অবস্থা আশংকাজনক। তাদের সারা শরীর আগুনে ঝলসে গেছে। চিকিৎসা চলছে জঙ্গিপুর হাসপাতালে। উস্তরের বাড়ী লাগোয়া তার জামাইদা এনামূল হক (বুলু) এবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। গত ১৮মে বিকেলে এনামূলের শ্যালক আবু বাক্কারকে সিপিএম কর্মীরা বোমা নিয়ে তাড়া করে বলে গ্রামবাসীরা জানান। সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ায় সিপিএম আক্রোশবশতঃ বোমা মেরে বাড়ী উড়িয়ে দেবার চক্রান্ত করে বলে প্রতিবেশীদের অভিযোগ। অন্যদিকে সিপিএমের অভিযোগ উস্তর সেখের বাড়ীতেই প্রচুর বোমা মজুত ছিল। তার বেশীর ভাগ ফেটে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত সপ্তাহে সেকেন্দ্রায় বিজেপি-তৃণমূল জোটের সভায় বহু গ্রামবাসীর ভীড় হয়। অন্যদিকে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মির্জাপুরবাসীদের হাতে বিদ্যুৎ বিভাগের সাব এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার প্রহৃত, দুটি অফিস ভাঙ্গচুর

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত ১৪মে প্রায় শ'দুয়েক মির্জাপুরবাসী যথেচ্ছ ভাঙচুর চালিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী মোড় ও ফুলতলার বিদ্যুৎ অফিসে। ম্যাকেঞ্জী মোড়ের সাবডিভিশন্যাল মেনটেনেন্স অফিসে সাব এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়র সুখেন বড়াল ক্ষিপ্ত বিক্ষোভকারীদের হাতে নিগৃহীত হ'ন। মির্জাপুরের অধিবাসীদের অভিযোগ গত একমাস ধরে মির্জাপুরে বিদ্যুৎ অনিয়মিত। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর কোন মাথা ব্যথাও নাই। এরই প্রতিবাদে ঐদিন ট্রাক ভর্তি করে মির্জাপুর থেকে গ্রামবাসীরা এসে দুটি ইলেকট্রিক অফিসে ভাঙচুর চালায়। পরে স্থানীয় থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় ও বিকাশ দাস, বিশ্বনাথ ধাইড়, জীবনকৃষ্ণ সরকার ও আনন্দ বার্শরকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা জামিনে ছাড়া পায়। বিক্ষোভকারীদের ফেলে যাওয়া দুটি স্কুটারও পুলিশ থানায় আটক করে। বিক্ষোভকারীরা দলবেঁধে এসে তাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাবার কারণ বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীদের কাছে জানতে চান। অফিসে সাব এ্যাঃ ইঞ্জিনীয়র সুখেন বড়ালের বিদ্যুৎহীনতার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে বিক্ষোভকারীরা অফিসের টেলিফোনের তার ছিঁড়ে দিয়ে যথেচ্ছভাবে আসবাবপত্র ভাঙচুর করতে থাকে। সুখেনবাবু অফিসের মধ্যেই প্রহৃত হ'ন। এরপর বিক্ষোভকারীরা একই কায়দায় ফুলতলা অফিসে ভাঙচুর চালায়। ওখানে বিদ্যুৎ কর্মী শান্তনু মুখার্জী মার খান। মির্জাপুর কল সেন্টারের কর্মী আলি রেজাও প্রহৃত হন। মির্জাপুরে দীর্ঘ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জগৎ পারাবারের তীরে হনুর সাথে খেলা

২৫ বৈশাখ, ১৪০৫ এর সকালে রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথ একদল মানুষেরই পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সময় কাটালেন। ১৯৬১তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে মহকুমার বহু বিদ্বৎজন ব্যক্তি এবং সরকারের উদ্যোগে তৈরী রবীন্দ্রভবনের চত্বরে সেই সকালে হনুমান বাহিনী ছাড়াও ছিল চারটি গাড়ী— WGQ 2425, WGQ 6178, WGH 1818 ও WGH 2584। চামড়া ওঠা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির গলা জড়িয়ে এক হনুমানকে তাড়াতে বেশ বেগই পেতে হলো স্থানীয় যুবকদের। সরকারী তরফে কোনো শ্রদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন তো নেইই, এমনকি রবীন্দ্রভবন কমিটির মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সৌজন্যটুকুও ঐদিন অনুপস্থিত ছিল। অপরদিকে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতিক সংগঠন রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করেছেন। রশ্মিমঞ্চর উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে বিকালে কবি প্রণাম হয়। সংস্থার পক্ষে দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্র প্রতিকৃতির (শেষ পৃষ্ঠায়)

ট্রাক চাপা পড়ে ছাত্রের মৃত্যু

সাগরদীঘিঃ গত ১২ মে বর্দ্ধমান জেলা থেকে আগত গরু ভর্তি একটি ট্রাক বাংলাদেশে যাবার পথে স্থানীয় হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রুহুল আমিনকে (১৪) বিডিও অফিস মোড়ে চাপা দেয়। সাগরদীঘি হাসপাতালে আনা মাত্র ছাত্রটির মৃত্যু হয়। স্থানীয় থানা এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করায় মানুষ বিস্মিত হয়। মহকুমা প্রশাসন খবর এলে ট্রাকটি মনিগ্রাম বটতলা বাসষ্ট্যাণ্ডে ধরা পড়ে বলে জানা যায়। ড্রাইভার পলাতক। ট্রাকটিকে সাগরদীঘি থানায় আনা হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ পত্রিকার ৮৫শ বর্ষ ॥

আমাদের পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ৮৫শ বৎসরে পদার্পণ করিল। ১৯১৪ সালে ইহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত ছিলেন, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক তিনি। তিনি এই মহকুমার মানুষের কথা, বিভিন্ন ঘটনাবলী, সামাজিক বিষয়াদি মহকুমার বাহিরে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামান্য সঙ্গতি লইয়া পত্রিকা প্রকাশের কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমদিকে তাঁহাকেই কম্পোজিটর, মুদ্রক, সম্পাদক, প্রকাশক এমন কি হকারের ভূমিকা পালন করিতে হইত। তাঁহার অশ্রান্ত লেখনী যাহাতে এই পত্রিকা তাহার শৈশবাবস্থা কাটাইয়া চলচ্ছক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিচালিত হইত।

সুদৃঢ় মনোবল, অটুট কর্মশক্তি ও নির্ভীক হৃদয় লইয়া ৺দাদাঠাকুর মহকুমার প্রথম এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করেন। যে কোনও স্তরের—সরকারী বা বেসরকারী অন্যায় অবিচার তিনি মানিয়া লইতে পারিতেন না, এই পত্রিকার মাধ্যমে তাহার প্রতিবাদে তিনি মুখর হইতেন। আর তাঁহার ক্ষুরধার ও যুক্তিনিষ্ঠ লেখার জন্য বহু অন্যায়ের প্রতিকারও হইত। ইহার জন্য অন্য তাঁহার ও তাঁহার মানস-সন্তান এই পত্রিকার উপর বহু বিরোধিতা করা হইত। কিন্তু তাঁহার নির্লোভ, সৎ ও নির্ভয় পরিচালনায় সেই সব প্রতিকূলতাকে তিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রচারও এই কারণে অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলার সদর ও মফঃস্বলের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের কাছে এই সাপ্তাহিক নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্যাদি ও অন্যান্য তথ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছিল এবং এখনও সেই কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। কোনও প্রকার প্রতিকূলতায় পত্রিকা তাহার নিজ আদর্শ বিচ্যুত হয় নাই। আমরা স্বর্গত দাদাঠাকুরের আদর্শ অনুযায়ী তাহার আশীর্বাণীলাভে সচেষ্ট আছি।

ক্ষুদ্র এই সাপ্তাহিকখানিকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিতে হয়। পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বিজ্ঞাপনই আমাদের প্রধান সম্বল। আমরা সর্বস্তর হইতে সে সহযোগিতা পাইয়াছি।

আজ পত্রিকার ৮৫শ বর্ষে আমরা পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতকামী সকলের অকৃপণ ও অকৃত্রিম সহযোগিতা কামনা করিতেছি এবং পূর্বাপর যে আনুকূল্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পঁচাশির পাঁচালি

পঁচাশিতে পা দিয়েছে
জঙ্গিপুর সংবাদ,
তাই নিয়ে আজকের
বাদ আর প্রতিবাদ।
সংবাদ হয় নাকো
কখনোই সন্দেশ।
সংবাদে song বাদ।
মিষ্টির নাই লেশ।
তাছাড়া তো জঙ্গির
স্বতন্ত্র ব্যবহার,
সরল, সুবোধ নয়
চড়ুয়ের ভাব তার।
দা' ঠাকুর প্রচারিত
জঙ্গিপুর সংবাদ
দুষ্টের জ্বলুনি ও
শিষ্টের আহ্লাদ।
ঠাকুরের স্নিগ্ধতা
তবু কিছু ভব্য,
দা-এর প্রকোপটাই
পরিবেশিতব্য।
খোশ ও আমোদ আছে,
খোশামোদ পাবেন না,
যা কিছু নকল, মেকি
তার প্রতি ঘেন্না।
শতায়ু কামনা করি
এই ছোট কাগজের,
শেরের শাবকরাও
হয় জানি খুদে শের॥

গৌড়ানন্দ (অমলকৃষ্ণ গুপ্ত)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কেন এই দ্বিচারিতা

নির্বাচন বিধি ও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুসারে কি একই ব্যক্তি এক সাথে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকার ভোটার হতে পারেন? যদি না পারেন, তাহলে পৌরসভা এলাকায় বসবাস করে এবং পৌর নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, কি করে বিভিন্ন ব্যক্তি পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অজুহাতে পঞ্চায়েত ভোটে প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটকর্মীর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত করলেই এর সত্যতা প্রকাশ পাবে।

কাশীনাথ ভকত
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

পরমাণু বোমা নিয়ে কিছু অন্য কথা

বিশেষ প্রতিবেদক : "আমাদের হাতে হাইড্রোজেন বোমা" সংবাদপত্রে আজকাল সদম্ভ ঘোষণা। এরই প্রতিধ্বনি আর প্রতিক্রিয়াজনিত বিজয় আস্ফালনে প্রকম্পিত বসুন্ধরা। বিশ্বজুড়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের জনমতের প্লাবন। দেশে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়া একটা সরকারের রাতারাতি চাঙ্গা হয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে আগের দিন যে রামকৃষ্ণ হেগড়ে বলিষ্ঠ হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন পরের দিন সেই হেগড়ে-সহ বন্ধু ও বিরোধী নেতাদের মুখে প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠতার প্রশস্তি। নির্বাচনের পূর্ব গ্রামে গ্রামে বোমাবাজীরও একটা উদ্দেশ্য থাকে। দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করা এবং বিরোধীদের মুখ বন্ধ করা। একথা সবাই জানেন। আমাদের দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র দীর্ঘদিনের বৈরী-- কখনও প্রকাশ্যে কখনও আড়ালে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে বোমা তৈরীর কলাকৌশলও আয়ত্ত হয়েছে অনেকদিন। এর জন্য অর্থ ব্যয় প্রতি বছরের বাজেটেই প্রতিফলিত হয়। তবু হঠাৎ করে পোখরাণের মরুতে হঠাৎ মরুঝড়ের কি কোনো বাস্তব প্রয়োজন ছিল? উত্তরে সপার্ষদ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পরমাণু শক্তিধর বৃহৎ পাঁচটি দেশের বৈষম্য, এবং আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তার অভাববোধের কথা। বিজ্ঞানীরা বলছেন কমপিউটারচালিত ডাটা বেস তৈরীর কথা। সরকারের সমর্থকরা বলছেন শান্তির পক্ষে ভারতের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করতেই বুদ্ধের মুখে আবারও হাসি। পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিবেশীদের সতর্ক করতেই এ বিস্ফোরণ। ৭৪' এও বিস্ফোরণ হয়েছিল এশিয়ার মুক্তিসূর্যের প্রশস্তিতে দেশবাসী বিভোর ছিলেন। কিন্তু ৭৫' এ আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় দেশের মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্রতিটি লেখাকে সরকারী আধিকারিকদের অনুমতিক্রমে ছাপানো হতো। নিবর্তনমূলক আটক আইনে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবার আবারও পোখরাণে বিজয়সুগরক কিংবা শক্তিপীঠ তৈরী, প্রধানমন্ত্রীর প্রশস্তি সব কিছুতেই ৭৪' এর প্রতিধ্বনি। তবে কি? ঘর পোড়া গরুর দলের ভয় পাবার কি যথেষ্ট কারণ নেই? আর সবচেয়ে মজার কথা বিশ্বশান্তি আন্দোলন, কিংবা ৭৪ এর বিস্ফোরণেও যারা বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছিলেন, যাদের মিছিল কলকাতা মহানগরীতে সমুদ্রেরই ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়েছিল সেই মানুষরাও এবার কিছুটা বিহ্বল। যারা দীর্ঘদিন ভুবনীকরণের নীতির (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩ মে জঙ্গিপুর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে সদরঘাট ভাগীরথী লজে সারাদিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জেলা এবং নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূমের কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠ এবং আলোচনায় এই সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন ডঃ নীরদবরণ হাজরা। প্রধান অতিথি ছিলেন মহকুমা শাসক মনীশ রায়। হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, পুলকেন্দ্র সিংহ ও মৃন্ময় পাল বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সংস্থার সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম তাঁর প্রতিবেদনে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের স্মৃতিবিজড়িত জঙ্গিপুরে এই সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সংসদ সভাপতি বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় সংসদের কাজকর্ম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করান। এ উপলক্ষে জঙ্গিপুর সাহিত্য সংসদ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে।

শিক্ষক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাগরদীঘি চক্রের সম্মেলন এবার বোখারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে সম্প্রতি সম্পন্ন হয়। শহীদবেদীতে মাল্যদান ও নীরবতা পালনের পর সভা শুরু হয়। সম্পাদক জয়গোপাল চক্রবর্তী তাঁর বিবরণ পাঠ করেন। জেলা প্রতিনিধি মৃগেন সেনগুপ্ত বলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক যা মনে করেন তাই করেন, সংগঠনের কোন মূল্য দেন না। তাঁর অবহেলায় অবসরকালীন সুযোগ পেতে অযথা শিক্ষকদের দেরী হয়। শিক্ষক মুক্তালাল আচার্য্য সাগরদীঘি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সম্পর্কে অফিস নিয়মিত খুলে না রাখা, অফিসের কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়া, সার্ভিস বুক লেখা না হওয়ার অভিযোগ আনেন। অধিকাংশ শিক্ষকের অভিযোগ- অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রভিশন্যাল পেনশন বিল সময়মত না হওয়ায় তাঁরা অর্থাভাবে কষ্ট পান। বিধায়ক পরেশ দাস ঢিলেঢালা প্রশাসনের বিরুদ্ধে সমবেত আন্দোলনে শিক্ষকদের সামিল হতে বলেন।

কিছু অন্য কথা (২য় পৃষ্ঠার পর)

বিরোধিতা করেছেন তারা তো মনে মনে আনন্দিত, কারণ আরও কয়েক বছর শিল্প বাণিজ্যে মার্কিন সই বিদেশীদের আগ্রাসন বন্ধ থাকবে। কিন্তু প্রগতি আর শান্তির পক্ষে যারা সরব তাদের ধরি মাছ না ছুঁই পানির মনোভাব কেন ? তারা কি ভুলে গেছেন ভারতের ৬৩০ লক্ষ শিশু অপুষ্টির শিকার, ৪৫০ লক্ষ শিশুর জন্য স্কুল নেই, পানীয় জল পায় না ২৩৪০ লক্ষ মানুষ, সে দেশে সামরিক খাতে ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ার মোট সামরিক ব্যয়ের ৬৮.৩ শতাংশ।

সলিলবাবু, রবীন্দ্রনাথ অনেক দিনই আন্তরিকভাবে বিস্মৃত। ষাটের দশকে

দুটি অফিস ভাঙচুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুসন্ধানে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে মির্জাপুরের বিভিন্ন এলাকায় দুষ্কৃতীরা লাইনের আইসোলেটর নামিয়ে চারবার তার চুরি করে। পুলিশী তদন্তর পূর্ব পর্যন্ত পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যায় না। তাই চারবার তার চুরির ফলে এবং সময় মতো পুলিশী তদন্তের অভাবে স্বভাবতই ঐ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ করতে দেরী হয়। এতেই অসহ্য গরমে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দপ্তরের কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে না পারলে তারা মির্জাপুরে কাজে যেতে নারাজ বলে জানা যায়। বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়র, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ও ইউনিয়নের নেতারা বহরমপুরে কর্মীদের নিরাপত্তার দাবীতে শীঘ্রই এসপির সঙ্গে আলোচনায় বসছেন বলে খবর। শেষ খবরে জানা যায় বিদ্যুৎহীন মির্জাপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার (১) এর উপস্থিতিতে গত ১৯ মে থেকে বিদ্যুৎ চালু হয়েছে।

আপনার লেখা সে গানও আমরা ভুলেছি--
"আমাদের নানান ভাষা, নানান মতে দলাদলি / কিন্তু, যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি / আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি / আমরা জবাব দিই সৃষ্টি, সৃষ্টি, সৃষ্টি।"

যোগাযোগকারী রাস্তার বেহাল অবস্থা

সাগরদীঘি ঃ ৩৪ নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে বিশটি গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র প্রয়োজনীয় পথটি দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা রয়ে গেছে। বর্ষায় রাস্তাটির অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে গরুর গাড়ী দূরের কথা পায়ে চলাও অসম্ভব। এই রাস্তাটি জাতীয় সড়কে জলসী বাসস্টপেজ থেকে ১২ কিমি দীর্ঘ এবং মোড়গ্রাম ও বন্যেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সের জাগলাই গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বারবার পঞ্চায়েতের পালা বদল হলেও এই প্রয়োজনীয় রাস্তাটি সম্পর্কে সব দলই উদাসীন।

ETDC
(A unit of Govt. of West Bengal)
Stands for Quality & Reliability

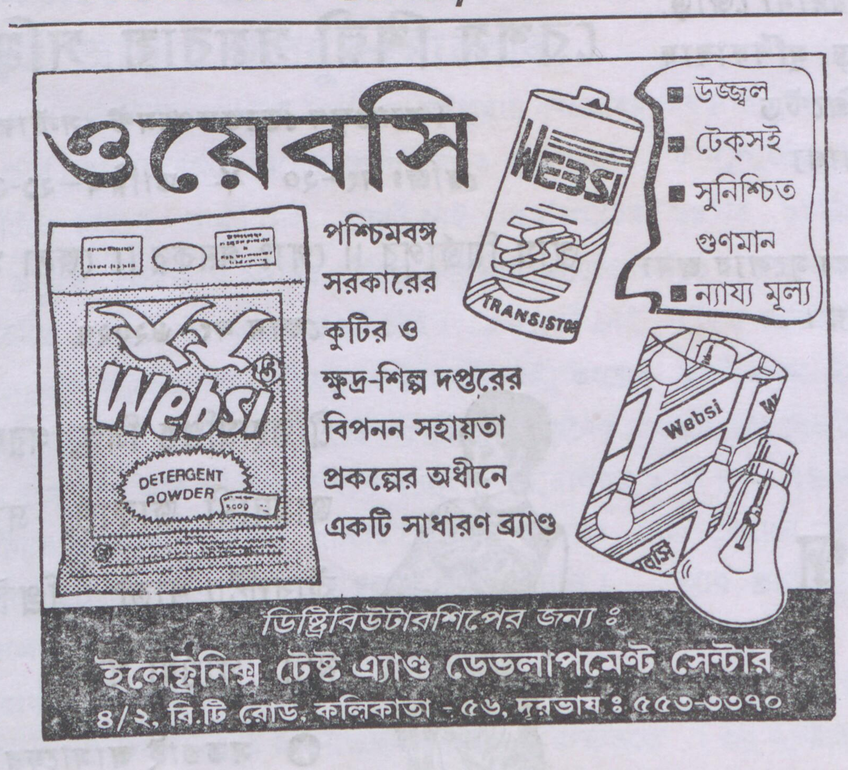

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

আলমারী, চেয়ার এবং যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল ফার্নিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

এক হাজার শিক্ষিকা নিয়োগ করছে জেলা পরিষদ

পাঁচশো শিশুশিক্ষা কেন্দ্র খুলে

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ এক হাজার মহিলাকে মাসিক আটশো টাকার চুক্তিতে নিয়োগ করছে জেলায় পাঁচশো নতুন শিশুশিক্ষা কেন্দ্র খুলে। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নই এর মূল উদ্দেশ্য আগামী শিক্ষা বৎসর থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে জেলা পরিষদকে প্রথম দফায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যের অন্যান্য জেলার তুলনায় মুর্শিদাবাদে শিক্ষার মান অনেক নীচে। এই অবস্থা ফেরানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার বিশাল একটি পরিকল্পনা আগামী ৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে নিয়েছে। ঠিক হয়েছে জেলার ২৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছটি করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দু'জন মহিলা শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হবে। চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধে মাধ্যমিক পাশ করা মহিলাদের এই সুযোগ দেওয়া হবে। তপশিলী বা উপজাতিদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক অকৃতকার্য হলেও চলবে। পাঁচ থেকে সাত বৎসরের শিশুদের জন্য একটি এবং সাত থেকে নয় বৎসরের শিশুদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। এই কর্মসূচীতে জেলায় ৭৫টি নতুন প্রাথমিক স্কুল খোলা এবং ৪০টি চালু প্রাইমারী স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকা হিসাবে ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ৬৫টি প্রাইমারী স্কুলকে গৃহ মেরামতের জন্য ১০ হাজার টাকা করে, একটি বা দুটি ঘরযুক্ত স্কুলগুলিতে বাড়তি ঘর তৈরীর জন্য ৬-১০ লক্ষ টাকা, ৩০টি জুনিয়র হাই স্কুলে মহিলা বাথরুমের জন্য প্রতি স্কুলকে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে কোন্ কোন্ স্কুলকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে সে ব্যাপারে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি।

বোমায় পাকা বাড়ী ছত্রখান (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেকেন্দরা হাইস্কুল মাঠে সিপিএমের সভায় লোকসমাগমের দীনতায় সিপিএম বর্তমানে বেপরোয়া। উল্লেখ্য গত দশ পনেরো বছর যাবৎ সেকেন্দরা সিপিএম ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল সভা করতে পারেনি বলে গ্রামবাসীরা জানান।

হনুর সাথে খেলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন। আনন্দধারা সংগীত মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে সকালে হুকুমা শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রভাতফেরীর আয়োজন করা হয়।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) সিন ৭৪২.২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।